গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
www.mocat.gov.bd
প্রশাসন -৩ অধিশাখা

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের (আগস্ট ২০১৫) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতামত	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(ক) বিমানবন্দরগুলো আধুনিকায়নের মাধ্যমে এদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ যাতে এভিয়েশন ক্ষেত্রে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।	সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন এবং এভিয়েশন সেক্টরে রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক দেশের ০৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ :	
			১। বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন: বাংলাদেশের এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ করার লক্ষ্যে কম্যুউনিকেশন ও নেভিগেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিকিউরিটি ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য জাইকার অনুদানে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। টোকিও-তে জাইকা কর্তৃক টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। জাইকার টেন্ডারের বিপরীতে সাসপিশন কেইস ফাইল করেছে। কেইস নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাইকা কর্তৃক ঠিকাদারী চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
			২। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় প্রান্তিক ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ : প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা মাস্টার প্ল্যানিং, ডিজাইন ও মূল্য প্রাক্কলন ইত্যাদি দলিলাদি প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ৩৮৭৮.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ বাস্তবায়ন মেয়াদে "Consultancy services for Construction of 2^{nd} Runway and other infrastructure development works at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে আলোচ্য পরামর্শক সেবা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে মূল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
			৩। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সম্মুখে কার্গো এপ্রোণ নির্মাণ: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ৭৮১৬.০০ লক্ষ টাক প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পের ডিপিপি বিগত ১৮-০১-২০১৫ তারিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রাক-যোগ্যতার জন্য ০৬টি প্রতিষ্ঠানের দরখাস্ত পাওয়া গেছে। বর্তমানে BRTC, BUET হতে প্রাপ্ত pre-qialified short listed bidder" দের মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

(চলমান পাতা/২)

নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতামত	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			৪। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়েতে এসফল্ট ওভারলেকরণ: আলোচ্য বিমানন্দরের বিদ্যমান রানওয়ে-তে এসফল্ট ওভারলেকরণের মাধ্যমে রানওয়ের Strength বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। কাজের ড্রইং–ডিজাইন ও টেন্ডার ডক্যুমেন্ট প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে বিআরটিসি, বুয়েট-কে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রিলিমিনারী ইনভেসটিগেশন ও সার্ভে রিপোর্ট দাখিল করেছে। বর্তমানে ডিজাইনের কাজ চলছে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
			৫। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়েতে এসফল্ট ও ওভারলেকরণ: আলোচ্য বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়েতে এসফল্ট ওভারলেকরণের মাধ্যমে রানওয়ের Strength বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে ড্রইং- ডিজাইন ও টেন্ডার ডক্যুমেন্ট প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে বিআরটিসি, বুয়েটকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক কর্তৃক ডিজাইন রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে যা যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
			৬। খানজাহান আলী স্টল পোর্টকে পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীন বিমানবন্দরে রূপান্তর: গত ০৫.০৫.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
			৭। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নতকরণ: এ প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০১.০৬.২০১৫ তারিখে ঠিকাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে মবিলাইজেশন চলছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র উপর বিগত ০৬.০৮.২০১৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিডব্লিউডিবি ও এলজিইডি হতে তথ্যাদি পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
	(খ) এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।	দ্রুত সর্বশেষ তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকাতে লিটার প্রতি উড়োজাহাজের মূল্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ০.৬৭ মার্কিন ডলার (শুল্কমুক্ত) এবং অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য শুল্কসহ প্রতি লিটার ৭৬.০০ টাকা। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কোলকাতায় বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য প্রতি লিটার ০.৪৭৫৫ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের জ্বালানী তেলের মূল্যের চেয়ে ০.২০৪৫ মার্কিন ডলার কম। জ্বালানী তেলের মূল্যের উপর ভ্যাট আরোপ, এদেশে উড়োজাহাজের জ্বালানীর মূল্য অধিক হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হওয়ায়, জ্বালানী তেলের উপর ধার্যকৃত ভ্যাট মওকুফ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর ডি.ও.পত্রও দিয়েছেন।	মন্ত্রণালয়

(চলমান পাতা/৩)

নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতামত	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.	(ক) অনলাইন বুকিং, ই-টিকেটিং, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ বিমানের সেবার মানোন্নয়ন।	(ক) নির্দিষ্ট Time line জানানোর অনুরোধ।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ইলেকট্রনিক টিকেট (E-ticket) কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়া আগষ্ট ২০১০ থেকে অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। সম্মানিত যাত্রীগণ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ঘরে বসে বিমানের ওয়েবসাইট www.biman-airlines.com এর মাধ্যমে টিকেট বুকিং ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টিকেটের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ইন্টারনেট বুকিং কার্যক্রম আরও আধুনিকভাবে চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ট্রাভেল এজেন্সি পোর্টাল (TAP) পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে চালু করেছে। এর মাধ্যমে এজেন্টগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুকিং ও টিকেট করার সুযোগ পাবেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিজনেস ক্লাস যাত্রীদের জন্য পৃথক ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ যাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য নতুন হুইল চেয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে। তদুপরি হুইল চেয়ার পরিচালনার জন্য মহিলা কর্মীকে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন আরো হুইল চেয়ার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, ফ্লাইট বিলম্ব বা অন্য কোন তথ্য যাত্রীদের অবগতির জন্য বাংলা লিংক এর সাথে এসএমএস সেবা সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে চালু করা হবে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:
	(খ) লাভজনক রুট চিহ্নিতকরণ ও বিমানের ফ্লাইট চালু করা।	খ) সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা জানানোর অনুরোধ।	গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ২০১৫ থেকে কুয়ালালামপুরে সাপ্তাহিক ফ্লাইট ৭টি থেকে ১০টি, জেদ্দায় ৫টি থেকে ৭টি, কুয়েতে ৩টি থেকে ৪টি এবং দাম্মামে ৩টি থেকে ৬টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২টি নতুন ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে বোয়িং কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করা হবে। শীতকালীন সময়সূচি ২০১৫ থেকে উপযুক্ত উড়োজাহাজ প্রাপ্যতা এবং বাণিজ্যিক সম্ভব্যতা সাপেক্ষে গোয়াংজু (চীন), কলম্বো (শ্রীলংকা), মালে (মালদ্বীপ) ও টোকিও (জাপান) গন্তব্যে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:
	(গ) ছোট ছোট এয়ারক্রাফট সংগ্রহ করে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রুটে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।	(গ) নির্দিষ্ট Time line জানানোর অনুরোধ।	বিমান কর্তৃক ২টি ড্যাশ ৮-কিউ৪০০ উড়োজাহাজ ৫ বছর মেয়াদী লীজ গ্রহণের মাধ্যমে ০৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ থেকে বিমানের সকল অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে। এব্যতীত উক্ত উড়োজাহাজ দ্বারা ঢাকা-কোলকাতা, চট্টগ্রাম-কোলকাতা ও ঢাকা-ইয়াঙ্গুন রুটেও ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:
	(ঘ) কার্গো হ্যান্ডেলিং ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার।	(ঘ) Time line জানানোর অনুরোধ।	গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়েন্ট ভেঞ্চার পার্টনারশীপ গঠনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো যাচাই বাছাই করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। বিষয়টি বিমান পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনান্তে জয়েন্ট ভেঞ্চার পার্টনার নিয়োগের জন্য সিএএবি এর সাথে আলোচনা করে RFP আহ্বান করার জন্য বিমান বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে সিএএবি এর সাথে আলোচনা চলছে। এছাড়া, অন্তবর্তী সময়ে GSE বিভাগের সকল ইকুইপমেন্ট সচল রাখা এবং প্রয়োজনে নতুন ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:

(চলমান পাতা/৪)

নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতামত	হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	সুষ্ঠু হজ্ব ব্যবস্থাপনা এবং চলতি বছরে নিজস্ব বিমানযোগে হজ্ব যাত্রী পরিবহন প্রসঙ্গে।	মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুরোধ করা হল।	২০১৪ সালের মতো ২০১৫ সালেও বিমান সম্মানিত হজ্ব যাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে পরিবহনের লক্ষ্যে সকল প্রকার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। সর্বমোট ১,০১,৭৫৮ জন হজযাত্রী বিমান এবং সৌদি এয়ারলাইন্স পরিবহন করবে। বিমান ৫১,০০০ হাজার হজযাত্রী পরিবহন করবে। ১৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখ হতে হজযাত্রী পরিবহনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং তা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত চলবে। পোস্ট হজ ফ্লাইট ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত চলবে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:
৪.	বাংলাদেশকে চোরাচালানের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয়াসহ বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদারকরণ, বিমান পথে মাদকদ্রব্য ও সোনা চোরাচালান রোধ করা প্রসঙ্গে।	চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে-তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।	বিমান ফ্লাইটে সোনা চোরাচালান রোধকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:- বিমান ক্রুদের ব্যাগেজ আরও নিবিড় তল্লাশী করার জন্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিমানবন্দরে বিভিন্ন জায়গায় চোরাচালান রোধকল্পে CCTV স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া হ্যাঙ্গার ক্যান্টিনে নিরাপত্তার জন্য ২৪ ঘন্টা ভিত্তিক ০১ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত করা হয়েছে। হ্যাঙ্গারের পিছনে Barbed wire fencing তৈরী এবং হ্যাঙ্গার এলাকার প্রবেশ মুখে Access Control System with Metal Detector স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্বর্ণ চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ১৫ জন স্থায়ী কর্মচারীকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, ০৬ জন ক্যাজুয়াল ভিত্তিক কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে এবং ২জন স্থায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:
৫.	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর বিমানবালা ও ক্রুদের পোশাক এর ডিজাইন নির্ধারিত সময়ামান্তে পরিবর্তন করা।		বিমানের মহিলা কেবিন ক্রুগণ ইউনিফর্ম হিসাবে শাড়ি পরিধান করেন। বিমান বহরে ২০১১ সালে নতুন প্রজম্মের বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ সংযোজনের সময় বিমানের ব্রান্ডিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মহিলা কেবিন ক্রুদের Uniform পুনঃবিন্যাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রং ও মোটিফের ০৭ (সাত) ধরনের শাড়ী নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে বিমানের মহিলা কেবিন ক্রুদের ০৬ (ছয়) ধরনের শাড়ী সরবরাহ করা হচ্ছে। ক্রুদের পোশাকের ডিজাইন সময়ান্তে পরিবর্তনের বিষয়টি বিমান কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। বিমানের ইমেজ, যাত্রীদের চাহিদা, দেশের প্রতিনিধিত্ব সর্বোপরি branding এর অংশ হিসেবে কেবিন ক্রু (মহিলা)দের ইউনিফর্ম (শাড়ী এবং অন্যান্য) নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬ সনে branding কার্যক্রম শুরু করার সাথে কেবিন ক্রু (মহিলা)দের নতুন uniform (শাড়ী ও অন্যান্য) উদ্বোধন করা হবে।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:

(চলমান পাতা/৫)